জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

জেনারেল ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট
এন্টি মানিলন্ডারিং সেকশন
ফোনঃ ৯৫৫০৮৭৩, ৯৫৫৮৩৮৬

Website: www.janatabank-bd.com

নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৭৭১/২০১৭

তারিখঃ ০২ অক্টোবর, ২০১৭
১৭ আশ্বিন, ১৪২৪

সকল মহাব্যবস্থাপক/উপ-মহাব্যবস্থাপক
একান্ত সচিব, সিইও এন্ড এমডি এবং সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
সকল সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপক
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিভিশন ও ডিপার্টমেন্ট/বিভাগীয় কার্যালয়/
লোকাল অফিস/জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা/
এরিয়া অফিস/সকল শাখা
এবং সকল সাবসিডিয়ারী কোম্পানী।

বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামোক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখঃ ১৭/০৯/২০১৭ (সংযুক্তি-ক) এ বর্ণিত নির্দেশনাবলী যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১.০ ইতোপূর্বে অত্র ব্যাংক কর্তৃক ০১/০১/২০১৫ তারিখে জারীকৃত নির্দেশ বিজ্ঞপ্তিঃ ৫৮০/১৫ এ বর্ণিত সকল নির্দেশনা এ সার্কুলার দ্বারা প্রতিস্থাপিত বলে গণ্য হবে।

২.০ Cash Transaction Report (CTR)ঃ অত্র সার্কুলারের সংযুক্তি-ক এর অনুচ্ছেদ ৬ এর বর্ণনা মোতাবেক যথাযথভাবে CTR প্রেরণ করবে। শাখাসমূহ নির্দেশ বিজ্ঞপ্তিঃ ৭২৭/১৭ তারিখঃ ০১/০২/২০১৭ এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি মাসের CTR পরবর্তী মাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে JB Middleware for goAML Software এর মাধ্যমে প্রেরণ করবে। একইসাথে CTR যোগ্য কোন লেনদেন যাতে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.০ Suspicious Transaction Report (STR)ঃ অত্র সার্কুলারের সংযুক্তি-ক এর অনুচ্ছেদ ৭ এর বর্ণনা মোতাবেক STR প্রেরণ করবে। STR না থাকলে কর্পোরেট-১ শাখাসমূহ মাসিক ভিত্তিতে সরাসরি ও অন্যান্য শাখাসমূহ এরিয়া অফিসের মাধ্যমে উপ-মহাব্যবস্থাপক, জেনারেল ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্টের এন্টি মানিলন্ডারিং সেকশনে নিল বিবরণী প্রেরণ করবে। পাশাপাশি শাখাসমূহ কর্তৃক JB Middleware for goAML Software এর মাধ্যমে নিল বিবরণী প্রেরণ করবে। STR প্রেরণের ক্ষেত্রে নির্দেশ বিজ্ঞপ্তিঃ ৫৮০/১৫ তারিখঃ ০১/০১/২০১৫ এর পরিশিষ্ট ''গ'' ব্যবহার করতে হবে।

৪.০ Self Assessmentঃ শাখাসমূহ অত্র সার্কুলারের সংযুক্তি-ক এর অনুচ্ছেদ ৮ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৮.১ এর বর্ণনা মোতাবেক নিধারিত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট ''খ'') এর উপর ভিত্তি করে ষান্মাসিক ভিত্তিতে Self Assessment সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন করবে।

৫.০ Independent Testing Proceduresঃ অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট (জেনারেল ও কর্পোরেট) অত্র সার্কুলারের সংযুক্তি-ক এর অনুচ্ছেদ ৮ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৮.২ এর বর্ণনা মোতাবেক নিধারিত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট ''গ'') এর ভিত্তিতে শাখার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিপালনীয় বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও শাখার রেটিং নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

উপর্যুক্ত নির্দেশনাবলী পরিপালনে অবহেলা/ব্যর্থতা জনিত কারণে অত্র ব্যাংক কোনরুপ ক্ষতির সম্মুখীন হলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলের উপর বর্তাবে।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

2/10/17
(মোঃ আবদুর রউফ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

02.10.17
(মোঃ শামসুল হক)
মহাব্যবস্থাপক

সংযুক্তি-ক

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা
www.bb.org.bd

বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯

তারিখ : ০২ আশ্বিন, ১৪২৪ / ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এবং আইন দুটির আওতায় জারীকৃত বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী পরিপালনে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকের জন্য অনুসরণীয় নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(ঘ) এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৫(১)(ঘ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জারী করা হলো :

১। পরিপালন কাঠামো :

১.১ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা :

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদন্ড, দেশে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর নির্দেশনাবলীর সমন্বয়ে প্রতিটি ব্যাংকের একটি নিজস্ব নীতিমালা থাকবে; যা তাদের পরিচালনা পর্ষদ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন করবে। উক্ত নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনবে ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ব্যাংক সময় সময়[১] নীতিমালাটি পর্যালোচনা করবে ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশোধন/পরিমার্জন করবে।

১.২ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার ঘোষণা :

(ক) প্রতিটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ, সর্বোচ্চ নির্বাহী এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে উপর্যুক্ত আইন দুটিতে বর্ণিত তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিপালন ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকবেন।

(খ) ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী বাৎসরিক ভিত্তিতে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুস্পষ্ট ও কার্যকর অঙ্গীকার ঘোষণা করবেন এবং অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিপালনীয় বিষয়াদির সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন।

---

[১] ব্যাংকের নিজস্ব ML/TF Risk Assessment Guidelines এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণরূপে।

১.৩ কমপ্লায়েন্স অফিসার নিয়োগ ও অন্যান্য :

(১) ব্যাংকিং খাতকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক ঝুঁকি হতে মুক্ত রাখার জন্য এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা এবং বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত সার্কুলার ও গাইডলাইন্সে বর্ণিত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালনার্থে প্রতিটি ব্যাংকে নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি থাকতে হবে :

(ক) প্রতিটি ব্যাংক একজন "উর্ধ্বতন কর্মকর্তার" নেতৃত্বে প্রধান কার্যালয়ে একটি 'কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি' (Central Compliance Committee) প্রতিষ্ঠা করবে; আলোচ্য কমিটি সরাসরি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র নিকট রিপোর্ট করবে। উল্লিখিত 'উর্ধ্বতন কর্মকর্তা' প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Chief Anti Money Laundering Compliance Officer-CAMLCO) নামে অভিহিত হবেন। এক্ষেত্রে 'উর্ধ্বতন কর্মকর্তা'র পদনাম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (০২) দুই ধাপের নীচে হবে না। তবে বিদেশী ব্যাংকের ক্ষেত্রে উক্ত 'উর্ধ্বতন কর্মকর্তা'কে অবশ্যই সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটির (Management Committee) সদস্য হতে হবে। প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার পরিবর্তন হলে অবিলম্বে লিখিতভাবে বিএফআইইউ-কে অবহিত করতে হবে। প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে ব্যাংকের অন্য কোনো দায়িত্ব অর্পণের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত হতে হবে যে এর ফলে ব্যাংকটির মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম বিঘ্নিত হবে না।

(খ) প্রতিটি ব্যাংকে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি'র সাচিবিক দায়িত্ব পালন এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে পরিপালনীয় বিষয়সমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে উপযুক্ত সংখ্যক কর্মকর্তার[২] সমন্বয়ে একটি "মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন" থাকবে; উক্ত বিভাগ/ডিভিশনের প্রধান হিসেবে উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Deputy Chief Anti Money Laundering Compliance Officer:D-CAMLCO) দায়িত্ব পালন করবেন। উল্লেখ্য, D-CAMLCO পদে ন্যূনতম 'উপমহাব্যবস্থাপক' অথবা 'সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট' অথবা সমপদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান করা যাবে।

(গ) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধে ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালার আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল ও কর্মসূচী নির্ধারণ করবে এবং সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি এবং প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে "মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন" বার্ষিক ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

(ঘ) প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাবলী ও এতদ্‌বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদন্ডসমূহের উপর সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

(ঙ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশনের কার্যাবলী এবং কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি, কমিটির সদস্য এবং প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকতে হবে।

---

[২] উক্ত বিভাগ/ডিভিশন এর জনবল ব্যাংকের শাখার সংখ্যা, ব্যবসায়ের বিস্তৃতি, গ্রাহক সংখ্যা ইত্যাদির আলোকে নির্ধারিত হবে।

(চ) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি ন্যূনতম ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট হবে; যাতে প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাসহ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের (যেমনঃ হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভিশন, ক্রেডিট ডিভিশন, রিটেল ও কর্পোরেট ব্যাংকিং ডিভিশন, ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিভিশন, অপারেশন ডিভিশন, কার্ড ডিভিশন, আইটি ডিভিশন ইত্যাদি) প্রধান অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সদস্য হবেন। তবে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কোনো কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির সদস্য হতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তাদের উপর অর্পিত মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক দায়িত্ব পালন করবে।

(ছ) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি বছরে অন্তত ৪ (চার) টি সভা[৩] আয়োজন করবে। উক্ত সভায় তারা ব্যাংকের মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালনের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

(২) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক ইস্যুকৃত ML/TF Risk Assessment Guidelines for Banking Sector এর নির্দেশনা অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রতিটি ব্যাংক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত নিজস্ব ঝুঁকি নিরূপণ করবে এবং তা বিএফআইইউ কর্তৃক Vetting পূর্বক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করবে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে বা ব্যাংকিং খাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিরূপিত ঝুঁকির আলোকে, প্রযোজ্য ডিউ ডিলিজেন্স কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

(৩) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ, এবিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন ষান্মাসিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর) ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিচালনা পর্ষদের অবগতি ও নির্দেশনার জন্য দাখিল করবে। উক্ত প্রতিবেদনে এ সার্কুলারের ৮.৩(১) এ বর্ণিত বিষয়সমূহসহ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিএফআইইউ কর্তৃক কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকলে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রধান নির্বাহীর নির্দেশনা ও মতামতসহ প্রতিবেদনটি ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ বা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রতিবেদনটির একটি কপি সংশ্লিষ্ট ষান্মাসিক শেষ হওয়ার ২(দুই) মাসের মধ্যে বিএফআইইউ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

(৪) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির নির্দেশনা অনুসারে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন শাখাসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনাবলী জারী করবে; যাতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গ্রাহক পরিচিতি গ্রহণ, লেনদেন মনিটরিং ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য পরিপালনীয় নীতি ও পদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৫) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি উল্লিখিত ১.৩(১)(গ) এবং ১.৪ অনুচ্ছেদের নির্দেশনার বাস্তবায়নে শাখা পর্যায়ে পরিপালন কর্মকর্তা মনোনয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। এক্ষেত্রে, প্রতিটি শাখায় একজন অভিজ্ঞ শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Branch Anti Money Laundering Compliance Officer-BAMLCO) মনোনীত করবে। উল্লেখ্য, শাখা ব্যবস্থাপক, শাখার দ্বিতীয় কর্মকর্তা অথবা জেনারেল ব্যাংকিং/ফরেন এক্সচেঞ্জ/ক্রেডিট ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা হিসেবে মনোনীত করতে হবে। শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর সকল নির্দেশনা এবং ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালার বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। শাখা

---

[৩] কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির সভা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আয়োজন করতে হবে। তবে প্রয়োজনে কমিটি প্রধান যে কোনো সময় সভা আহবান করতে পারবেন।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার মনোনয়নপত্রে তার কর্মপরিধি এবং দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

(৬) শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা শাখার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সভা করবেন এবং উক্ত সভায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহসহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা এবং বিএফআইইউ এর অন্যান্য নির্দেশনার পরিপালন পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন :

- গ্রাহক পরিচিতি;
- লেনদেন মনিটরিং;
- সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ ও রিপোর্টিং;
- স্থানীয় Sanction List সহ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলুশনসমূহের বাস্তবায়ন;
- সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- রেকর্ড সংরক্ষণ;
- প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

শাখা পরিপালন কর্মকর্তা ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন বরাবরে প্রেরণ করবেন।

২। গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা :

গ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে; যা ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধ সংক্রান্ত মূল নীতিমালার অংশ হতে পারে। উক্ত নীতিমালায় অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

(১) বেনামে, ছদ্মনামে বা শুধু নম্বরযুক্ত কোনো গ্রাহকের হিসাব খোলা বা পরিচালনা করা যাবে না;

(২) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের[৪] আওতায় সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত[৫] কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার কোনো হিসাব খোলা যাবে না বা পরিচালনা করা যাবে না; এবং

(৩) Shell Bank[৬] এর সাথে কোনো ধরণের ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না;

(৪) বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।

---

[৪] জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা বলতে সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা, ২০১৩ এর ২ (ছ) নং বিধিতে সংজ্ঞায়িত রেজুলুশনের আওতায় তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাবে। এই তালিকাসমূহ http://www.un.org/sc/committees/index.shtml অথবা http://www.bb.org.bd/aboutus/ dept /bfiu/sanction_list.php ওয়েবলিংক হতে সংগ্রহ করা যাবে।

[৫] বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তা বলতে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৮ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সময় সময় সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা তফসিলভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাবে।

[৬] Shell bank means a bank that has no physical presence in the country which it is incorporated and licensed, and which is unaffiliated with a regulated finacial group that is subject to effective consolidated supervision. Physical presence means meaningful mind and management located within a country. The existance simply of a local agent or low level staff does not constitute physical presence.

৩। গ্রাহক, গ্রাহক পরিচিতি, গ্রাহক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও অন্যান্য :

৩.১ গ্রাহকের সংজ্ঞা :

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গ্রাহক বলতে নিম্নোক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে বুঝাবে :

(১) ব্যাংকের সাথে হিসাব সংরক্ষণ করে বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এমন যে কোনো ব্যক্তি বা সত্তা;

(২) ব্যাংক হিসাব বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner)[৭]; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যার পক্ষে হিসাব পরিচালিত হয়;

(৩) বিদ্যমান আইনী কাঠামোর আওতায় কোনো হিসাবধারী, ট্রাস্ট বা লেনদেনের প্রকৃত সুবিধাভোগীর হিসাব পরিচালনার জন্য নিযুক্ত কোনো পেশাদার মধ্যস্থতাকারী (আইনজীবী, আইন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট ইত্যাদি); এবং

(৪) কোনো ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক একক লেনদেনে সংঘটিত অধিক মূল্যের[৮] Occasional Transaction বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং অন্য কোন ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে এমন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা।

(৫) বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি বা সত্তা।

৩.২ গ্রাহক পরিচিতি (Know Your Customer--KYC) :

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গ্রাহকের পরিচিতি গ্রহণ ও যাচাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে :

(১) গ্রাহকের পরিচিতির পূর্ণাঙ্গ[৯] ও সঠিক[১০] তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি ব্যাংককে গ্রাহক কর্তৃক হিসাব খোলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্য বা উপাত্ত যাচাই প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে। উল্লেখ্য, এরূপ পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য গ্রহণ বা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক বিবেচনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বা সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

(২) ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক হিসাবধারী গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত অভিন্ন হিসাব খোলার ফরমে (Uniform Account Opening Form) নির্দেশিত পরিচিতিমূলক তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ ও উহার সঠিকতা যাচাই করতে হবে।

---

[৭] Beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement. Reference to "ultimately owns or controls" and "ultimate effective control" refer to situations in which ownership/control is exercised through a chain of ownership or by means of control other than direct control.
Note: It is required to conduct CDD of settlor, trustee, protector or any person with similar status or any beneficiary or class of beneficiaries who have hold effective control on trust, in case of identification of beneficial ownership of a legal arrangement.

[৮] এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা/পেশা/প্রোফাইলের নিরীখে স্বাভাবিক লেনদেনের তুলনায় কোনো লেনদেন অস্বাভাবিক প্রতীয়মান হলে তা 'অধিক মূল্যের' বলে বিবেচিত হবে।

[৯] "পূর্ণাঙ্গ (complete)" বলতে হিসাবের আবেদনকারী/হিসাবধারী গ্রাহকের পরিচিতি যাচাইকল্পে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের সন্নিবেশকে বুঝাবে। উদাহরণস্বরূপঃ নাম, পেশা, জন্ম তারিখ ও বিস্তারিত ঠিকানা, এবং পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদ/গ্রহণযোগ্য পরিচিতিমূলক ছবিযুক্ত আইডি কার্ড, ফোন/মোবাইল নম্বর ইত্যাদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি।

[১০] "সঠিক (Accurate)" বলতে পূর্ণাঙ্গ এরূপ তথ্যকে বুঝাবে যার সঠিকতা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে যাচাই করা হয়েছে।

(৩) যদি গ্রাহকের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি হিসাব পরিচালনা করে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে তার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ।

(৪) ট্রাস্টি ও পেশাদার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক গ্রাহকের পক্ষে পরিচালিত হিসাবের ক্ষেত্রে তাদের আইনগত অবস্থান পর্যালোচনা ও তার যথার্থতা নিরূপণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৫) হিসাবধারী ব্যতিত অন্য কাউকে (Walk-in Customer[১১]) লেনদেনে সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে (যেমনঃ ডিডি, টিটি, এমটি, পে-অর্ডার বা অনলাইন লেনদেন ইত্যাদি) এ সার্কুলারে অন্যান্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৩.৩ গ্রাহক সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Customer Due Diligence--CDD) :

গ্রাহক সম্পর্কিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বা CDD বলতে নির্ভরযোগ্য ও স্বাধীন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদির ভিত্তিতে গ্রাহকের পরিচিতি নিশ্চিতকরণ, সংগৃহীত পরিচিতিমূলক তথ্য বা উপাত্তের সঠিকতা এবং অর্থের উৎস যাচাইকরণসহ হিসাবের পরিচিতিমূলক তথ্য বা উপাত্ত ও লেনদেন নিয়মিতভাবে (On-going) মনিটরিং করাকে বুঝাবে। উল্লেখ্য যে, গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতি গ্রহণ ও যাচাইকরণ (KYC), CDD প্রক্রিয়ার একটি অংশ।

(১) গ্রাহক সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন পর্যায়ে CDD সম্পাদন করতে হবে-

(ক) গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সময়;

(খ) ওয়াক-ইন-কাস্টমার (Walk-in Customer) কর্তৃক সম্পাদিত ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা বা তদুর্ধ্ব মূল্যের Occasional Transaction[১২];

(গ) যখন সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকবে যে ইতঃপূর্বে গ্রাহকের পরিচিতির নিমিত্তে যে তথ্য বা দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত বা সঠিক নয়; এবং

(ঘ) কোনো লেনদেন মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সাথে জড়িত মর্মে সন্দেহে CDD সম্পাদনের ক্ষেত্রে তথ্যের গোপনীয়তা ফাঁস (Tipping-Off) হবার সম্ভাবনা থাকলে CDD সম্পাদন না করেই সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট করতে হবে।

(২) গ্রাহকের পরিচিতি এবং ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যাংক তাদের সন্তুষ্টি[১৩] সাপেক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করবে। উল্লেখ্য, ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত আলোচ্য CDD কার্যক্রম নিয়মিতভাবে (On-going) পর্যালোচনা করতে হবে।

(৩) প্রতিটি হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) সনাক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্তভাবে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী'র পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে :

(ক) যদি কোনো গ্রাহক অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে হিসাব পরিচালনা করে, সে ক্ষেত্রে গ্রাহক ছাড়াও উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;

---

[১১] Walk-in Customer বলতে ব্যাংক হিসাবধারী নন এমন গ্রাহক কে বুঝাবে।

[১২] উল্লেখ্য, Occasional Transaction এর মধ্যে Wire Transfer সহ সকল ধরনের লেনদেন অন্তর্ভুক্ত হবে।

[১৩] "ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে" বলতে বিদ্যমান নির্দেশনার আলোকে গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদি সংগ্রহপূর্বক CDD সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করাকে বুঝাবে।

(খ) আপাতঃদৃষ্টিতে যদি কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গ্রাহককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ/প্রভাবিত করে সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

(গ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে; এক্ষেত্রে, যিনি/যাদের উক্ত কোম্পানীর উপর নিয়ন্ত্রণযোগ্য স্বার্থ (Controlling/ownership[১৪]interest) রয়েছে, তিনি/তারা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী বলে বিবেচিত হবেন।

(ঘ) উপর্যুক্ত খ-গ দফার নির্দেশনা পূরণকল্পে কোনো ব্যক্তি (Natural Person) চিহ্নিত করা সম্ভব না হলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

৩.৪ গ্রাহক সম্পর্কিত সহজতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Simplified Customer Due Diligence) :

(ক) ওয়াক-ইন-কাস্টমার (Walk-in Customer) কর্তৃক অনুর্ধ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রেরণকারী/আবেদনকারী ও প্রাপক/বেনিফিসিয়ারীর নাম ও ঠিকানা এবং প্রেরণকারী/আবেদনকারীর টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করতে হবে।

(খ) উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত লেনদেন ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) এর অধিক বা ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) এর নীচে হলে বর্ণিত তথ্যাদির পাশাপাশি প্রেরণকারী বা আবেদনকারী বা জমাকারী বা উত্তোলনকারীর ছবিযুক্ত আইডি সংগ্রহ করতে হবে।

(গ) আর্থিক অর্ন্তভুক্তির (Financial Inclusion) উদ্দেশ্যে নিম্নঝুঁকি সম্পন্ন হিসাব খোলা বা পরিচালনার ক্ষেত্রে (স্কুল ছাত্রের হিসাব, কৃষকের হিসাব এবং অন্যান্য No-Frill Account[১৫]) গ্রাহক সম্পর্কিত সহজতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৩.৫ CDD সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা:

(১) প্রতিটি ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত অভিন্ন হিসাব খোলার ফরমের আলোকে প্রণীত নিজস্ব ফরম ব্যবহার করবে। গ্রাহক পরিচিতি এবং **CDD** যথাযথভাবে সম্পাদনপূর্বক তথ্য ও দলিলাদি সংরক্ষণ করবে;

(২) একই ব্যাংকে একই গ্রাহকের একাধিক হিসাব পরিচালিত হলে গ্রাহক পরিচিতির পুনরাবৃত্তি পরিহার ও লেনদেন মনিটরিং এর সুবিধার্থে ব্যাংক উক্ত গ্রাহকের জন্য একটি Unique Customer Identification Code (UCIC) বরাদ্দ করবে। উক্ত UCIC গ্রাহক ও ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত সকল প্রকার সেবা চিহ্নিতকরণ (track) এবং পূর্ণাঙ্গভাবে আর্থিক লেনদেন মনিটরিং-এর ক্ষেত্রে সহায়তা করবে;

(৩) ব্যাংক গ্রাহকের হিসাবের লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (Transaction Profile) সম্পর্কে গ্রাহকের ঘোষণা নির্ধারিত ফরমে সংগ্রহ করবে। গ্রাহকের প্রকৃতি, পেশা, হিসাবের অর্থের উৎস ও লেনদেনের ধরণ পর্যালোচনাপূর্বক ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের ৬(ছয়) মাস পরে গ্রাহক কর্তৃক সম্পাদিত লেনদেনের যথার্থতা

---

[১৪] A controlling ownership interest depends on the ownership structure of the company. It may be based on a threshold, e.g. any person owning more than a certain percentage of the company (e.g. 20%).

[১৫] 'No Frills 'account is a basic banking account. Such account requires either nil minimum balance or very low minimum balance. Charges applicable to such accounts are low. Services available to such account is limited.

নিরূপণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনী সাপেক্ষে লেনদেনের অনুমিত মাত্রা ব্যাংক নিজেই নির্ধারণ করবে। তবে হিসাব খোলার সময় গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত লেনদেনের অনুমিত মাত্রা এবং ৬(ছয়) মাসের প্রকৃত লেনদেন উল্লেখ্যযোগ্য হারে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রাহকের সাথে আলোচনাপূর্বক লেনদেনের অনুমিত মাত্রা সংশোধন করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সন্দেহ হলে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট করবে;

(৪) কেওয়াইসি প্রক্রিয়ায় গ্রাহক সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যসমূহ হালনাগাদকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে, অভিন্ন হিসাব খোলার ফরমে উল্লিখিত মানদন্ডের আলোকে নিরূপিত নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ০৫ (পাঁচ) বছর এবং উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ০১ (এক) বছর পর পর হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্যের যে কোনো পরিবর্তন[১৬] অবগত হওয়ার সাথে সাথেই তা হালনাগাদ করতে হবে। এছাড়া নির্দিষ্ট কোনো প্রয়োজন অনুভূত হলে যে কোনোসময়েই গ্রাহকের পরিচিতিমূলক তথ্য হালনাগাদ করা যাবে। হালনাগাদকৃত তথ্যের ভিত্তিতে পুনরায় অবিলম্বে এসব হিসাবের ঝুঁকি নির্ণয় করতে হবে;

(৫) এপ্রিল ৩০, ২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা যে সকল হিসাবের KYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি সে সকল হিসাব 'সুপ্ত' (Dormant) হিসেবে চিহ্নিত হবে। সুপ্ত হিসেবে চিহ্নিত এ সকল হিসাবে শুধুমাত্র অর্থ জমা করা যাবে কিন্তু উত্তোলন করা যাবে না। তবে গ্রাহক কর্তৃক শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃক উক্ত গ্রাহকের KYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন সাপেক্ষে গ্রাহক হিসাবটিতে স্বাভাবিক লেনদেন সম্পাদন করতে পারবেন। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন এরূপ সুপ্ত হিসাবের তথ্য সংরক্ষণ করবে; এবং

(৬) কোনো বিদেশী বা অনিবাসী বাংলাদেশীদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর বিধানাবলী ও এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে।

৩.৬ CDD সম্পাদন করা সম্ভব না হলে ব্যাংকের করণীয় :

গ্রাহকের অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণের কারণে অথবা গ্রাহকের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত নির্ভরযোগ্য না হলে অর্থাৎ গ্রাহক পরিচিতির সন্তোষজনক তথ্য প্রাপ্তি এবং তা যাচাই সাপেক্ষে CDD সম্পাদন করা সম্ভব না হলে ব্যাংক নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

(১) ব্যাংক উক্তরূপ গ্রাহকের হিসাব খুলবে না বা লেনদেন করবে না অথবা প্রয়োজনে বিদ্যমান হিসাব বন্ধ করে দিবে;

(২) বিদ্যমান এরূপ হিসাব বন্ধ করার ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং হিসাব বন্ধ করার পূর্বে হিসাব বন্ধকরণের কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করতে হবে;

(৩) শাখা উপর্যুক্ত হিসাব না খোলা বা বন্ধ করা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণপূর্বক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ডিভিশন/বিভাগে প্রেরণ করবে। প্রয়োজনে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন এসব তথ্য অন্যান্য সকল শাখার অবগতিতে আনবে; এবং

(৪) ক্ষেত্রমত, এরূপ গ্রাহকের বিষয়ে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

---

[১৬] পরিবর্তন বলতে গ্রাহকের পেশা/ব্যবসায়ের পরিবর্তন, মালিকানার পরিবর্তন, লেনদেনের প্যাটার্ন পরিবর্তন, মিডিয়া রিপোর্ট ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে।

৩.৭ গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Enhanced Due Diligence--EDD) :

ব্যাংক কর্তৃক নিরূপিত উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন (High Risk) গ্রাহকের ক্ষেত্রে নিম্নরূপে গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বা EDD গ্রহণ করতে হবে :

(১) নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য উৎস (Independent and reliable sources) থেকে গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে;

(২) হিসাব খোলার উদ্দেশ্য, হিসাবের অর্থ বা সম্পদের উৎস জানার জন্য অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৩) প্রযোজ্যক্ষেত্রে, ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ; এবং

(৪) তাদের হিসাবের লেনদেন নিয়মিতভাবে অধিকতর মনিটর করতে হবে।

৩.৮ পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সন (Politically Exposed Persons --PEPs) এর ক্ষেত্রে করণীয়:

PEPs[১৭] এর হিসাব খোলা ও পরিচালনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এ সার্কুলারের (৩.২) - (৩.৫) নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রযোজ্য নির্দেশনা অনুসরণের পাশাপাশি নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে :

(১) ব্যাংককে তাদের গ্রাহক বা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী PEPs কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ (যেমনঃ উন্মুক্ত তথ্যের উৎস, বিভিন্ন ডাটাবেজ ব্যবহার ইত্যাদি) করতে হবে;

(২) PEPs এর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন বা বিদ্যমান সম্পর্ক অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার অনুমোদন নিতে হবে;

(৩) এছাড়াও এ সার্কুলারের ৩.৭ অনুচ্ছেদের (১) হতে (৪) এ বর্ণিত গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

(৪) PEPs এর পরিবারের সদস্য ও তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তির (close associates) ক্ষেত্রেও উপরে উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ প্রযোজ্য হবে। এ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ' PEPs' হিসেবে কোনো মধ্যম বা অধঃস্তন (Middle ranking or more junior individuals) পর্যায়ের ব্যক্তি বিবেচিত হবেন না।

৩.৯ প্রভাবশালী ব্যক্তির (Influential Persons:IPs) ক্ষেত্রে করণীয় :

কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির (Influential Persons:IPs)[১৮] হিসাব খোলা ও পরিচালনা উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হলে এ সার্কুলারের ৩.৭ অনুচ্ছেদের (১) হতে (৪) এ বর্ণিত যাবতীয় নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৩.১০ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে করণীয় :

কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার[১৯] হিসাব খোলা ও পরিচালনা উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হলে এ সার্কুলারের ৩.৭ অনুচ্ছেদের (১) হতে (৪) এ বর্ণিত যাবতীয় নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

---

[১৭] Politically Exposed Persons (PEPs) বলতে "individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials" কে বুঝাবে।

[১৮] প্রভাবশালী ব্যক্তি বলতে "individuals who are or have been entrusted domestically with prominent public functions, for example Head of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials" কে বুঝাবে।

৩.১১ করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং[২০] (Correspondent Banking) এর ক্ষেত্রে করণীয় :

ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ব্যবহৃত হতে না পারে সেজন্য আন্তঃদেশীয় করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং (Cross Border Correspondent Banking) সম্পর্ক স্থাপন এবং তা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে নিম্নের নির্দেশনাসমূহ আবশ্যিকভাবে পরিপালনীয় হবে :

(১) করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদানের পূর্বে পরিশিষ্ট-'ক' মোতাবেক তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংকের ব্যবসায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে, পরিশিষ্ট-'ক' মোতাবেক তথ্যাদির অতিরিক্ত হিসেবে উন্মুক্ত উৎস (Open Source) হতেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;

(২) করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংকটি সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকরভাবে তদারক করা হয়, এ ব্যাপারে সন্তুষ্টি সাপেক্ষেই কেবলমাত্র কোনো বিদেশী ব্যাংকের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে বা বজায় রাখা যাবে;

(৩) কোনো Shell Bank এর সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না বা বজায় রাখা যাবে না;

(৪) যে সব করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক Shell Bank এর সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করে বা হিসাব সংরক্ষণ করে বা সেবা প্রদান করে তাদের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না বা বজায় রাখা যাবে না;

(৫) যেসব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে (যেমন: ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের পাবলিক ডকুমেন্টে High Risk and Non-Cooperative Jurisdictionং হিসেবে তালিকাভুক্ত দেশ) সেসব দেশের ব্যাংকের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন বা বজায় রাখার ব্যাপারে গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব ব্যাংকের প্রকৃত সুবিধাভোগী এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে তাদের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;

(৬) যে সকল রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক তাদের গ্রাহকদেরকে করেসপন্ডেট ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি লেনদেন সম্পাদন করার সুযোগ প্রদান করে থাকে (অর্থাৎ Payable through accounts[২১]) তাদের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে -

(ক) রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক কর্তৃক তাদের গ্রাহকের CDD যথাযথভাবে সম্পাদন করার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে; এবং

(খ) করেসপন্ডেট ব্যাংকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের CDD বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব মর্মে নিশ্চিত হতে হবে।

(৭) এ সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনাবলী বিদ্যমান সকল করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক পুনঃমূল্যায়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

---

[১৯] আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা বলতে "persons who are or have been entrusted with a prominent function by an international organization refers to members of senior management, i.e. directors, deputy directors and members of the board or equivalent functions" কে বুঝাবে।

[২০] করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং বলতে যে কোনো এক ব্যাংক (করেসপন্ডেন্ট) কর্তৃক অন্য ব্যাংককে (রেসপন্ডেন্ট) ব্যাংকিং সেবা প্রদানকে বুঝাবে। এরূপ ব্যাংকিং সেবা বলতে ক্রেডিট, ডিপোজিট, কালেকশন, ক্লিয়ারিং, পেমেন্ট, ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট, আন্তর্জাতিক অয়্যার ট্রান্সফার, ডিমান্ড ড্রাফট এর জন্য ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্ট বা অনুরূপ অন্য কোনো সেবা প্রদানকে বুঝাবে।

[২১] "Payable through accounts" বলতে "Correspondent accounts that are used directly by third parties to transact business on their own behalf" বুঝাবে।

৩.১২ এজেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত নির্দেশনা :

এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ নিম্নরূপ নির্দেশনা পরিপালন করবে :

(১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা পরিপালনের দায়ভার এজেন্টের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের উপর বর্তাবে;

(২) এজেন্ট এবং গ্রাহকদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম ব্যবহার;

(৩) এজেন্ট ও গ্রাহকের সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সনাক্তকরণ ও রিপোর্টকরণে সচেতন থাকা;

(৪) এজেন্ট ব্যাংকিং সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রামের মধ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা ও এজেন্টদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং

(৫) এজেন্ট নিয়োগ ও তাদের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে :

(ক) এজেন্ট নির্বাচনে যথাযথ যাচাই বা বাছাই প্রক্রিয়া (Screening Mechanism)[২২] অনুসরণপূর্বক তাদের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক পরিচিতি নিশ্চিতকরণ;

(খ) এজেন্টদের লেনদেনের পরিমাণ ও সংখ্যা, ভৌগলিক অবস্থান, ব্যবসায় ও মালিকানার প্রকৃতি এবং অন্যান্য যুক্তিযুক্ত বিষয়াবলী বিবেচনায় নিয়ে তাদের ঝুঁকির স্তর (উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন) নির্ধারণ এবং নিরূপিত ঝুঁকির স্তর বিবেচনায় নিয়ে এজেন্টদের লেনদেন ও কার্যক্রম তদারকীকরণ;

(গ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঝুঁকির স্তর নির্ধারণের কাজটি নিয়মিতভাবে (On-going) সম্পন্নকরণ;

(ঘ) এজেন্টদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত পরিপালন অবস্থা যাচাইকরণ;

(ঙ) বার্ষিক ভিত্তিতে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন এজেন্টদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন অবস্থা যাচাইয়ের নিমিত্তে পরিদর্শন/নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকরণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ডিভিশন/বিভাগে প্রেরণ;

(চ) মধ্যম ও নিম্ন ঝুঁকি সম্বলিত এজেন্টদের পরিদর্শন/নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত বিরতিতে সম্পন্নকরণ;

(ছ) এজেন্টদের হালনাগাদ (জানুয়ারি-জুন ভিত্তিক) তালিকা নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ; এবং

(জ) বিভিন্ন অভিযোগ/অনিয়মের ভিত্তিতে বাতিলকৃত এজেন্টদের একটি আলাদা তালিকা (জানুয়ারি-জুন ভিত্তিক) নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

৩.১৩ অন্যান্য নির্দেশনা :

(১) ব্যাংক কর্তৃক কোনো গ্রাহককে Previlege ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করার ক্ষেত্রে CDD সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণের পাশাপাশি গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(২) যেসব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে (যেমন : ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের পাবলিক ডকুমেন্টে High Risk and Non-

---

[২২] যাচাই প্রক্রিয়া এর মধ্যে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত এজেন্টের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী এবং অপরাধমূলক কাজের সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা যাচাইয়ের বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

Cooperative Jurisdictions[২৩] হিসেবে তালিকাভুক্ত দেশ) সেসব দেশের কোনো ব্যক্তি বা সত্তার (আইনগত প্রতিনিধি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ যে কোনো প্রতিষ্ঠান) সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখা এবং লেনদেন সম্পাদনের ক্ষেত্রে গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

৩.১৪ সশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহকের (Non face to face customer) ক্ষেত্রে করণীয় :

ব্যাংক তাদের সশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহককে[২৪] সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি নিরসনের নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন করবে এবং সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে।

৩.১৫ নতুন সেবা বা প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে করণীয় :

ব্যাংক কর্তৃক প্রযুক্তি নির্ভর নতুন কোনো সেবা বা পদ্ধতি (যেমন, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক কার্ড ইত্যাদি) প্রচলন বা প্রচলিত সেবা বা পদ্ধতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে উক্ত সেবা বা পদ্ধতির মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি চিহ্নিত করবে, তার মাত্রা নিরূপণ করবে এবং এরূপ সেবা বা পদ্ধতি হতে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, আলোচ্য ব্যবস্থাদি নতুনরূপে উদ্ভাবিত সেবা বা পদ্ধতির প্রচলন বা উন্নয়নকৃত সেবা বা পদ্ধতির প্রচলনের পূর্বেই গ্রহণ করতে হবে।

৩.১৬ গোপনীয়তা রক্ষা :

সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সনাক্তকরণ বা রিপোর্ট করার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিষয়টির কঠোর গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন। অন্যথায় বিষয়টি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, ধারা ৬(৩) এর আওতায় শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। বিভিন্ন সময়ে বিএফআইইউ কর্তৃক যাচিত সংবেদনশীল তথ্যের যথাযথ গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪। বিদেশে অবস্থিত ব্যাংক শাখা ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে করণীয় :

(১) প্রতিটি ব্যাংক বিদেশে অবস্থিত তাদের শাখা ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ও উক্ত আইনের আওতায় জারীকৃত বিধিমালায় বর্ণিত বিধানাবলী এবং বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাবলীর যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করবে;

(২) বিদেশে অবস্থিত শাখা বা সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান যদি কোনো কারণে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ও উক্ত আইনের আওতায় জারীকৃত বিধিমালায় বর্ণিত বিধানাবলী এবং বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালনে অসমর্থ হয় তবে তার কারণ অবিলম্বে বিএফআইইউকে অবহিত করতে হবে; এবং

(৩) এই সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ব্যাংকের Off-Shore Banking Unit (OBU) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

---

[২৩] http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)

[২৪] সশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহক বলতে ঐ সকল গ্রাহককে বুঝাবে যারা ব্যাংক শাখায় সশরীরে উপস্থিত না হয়ে ব্যাংকের এজেন্টের মাধ্যমে বা নিজের পেশাদার প্রতিনিধির (আইনজীবী, একাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি) মাধ্যমে হিসাব খুলে থাকে এবং পরিচালনা করে থাকে।

৫। লেনদেন মনিটরিং :

লেনদেন মনিটরিং সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় বিধায় প্রতিটি ব্যাংক কে অত্যন্ত সচেতনতা ও সতর্কতার সাথে গ্রাহকের লেনদেনসমূহ মনিটর করতে হবে। লেনদেন মনিটরিং এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে :

(১) প্রতিটি ব্যাংক গ্রাহকের লেনদেন নিয়মিত ম্যানুয়েল এবং/অথবা অটোমেটেড উপায়ে মনিটর করবে;

(২) সকল জটিল, অস্বাভাবিক এবং আপাতদৃষ্টিতে যে সকল লেনদেনের কোনো আর্থিক বা দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈধ উদ্দেশ্য নেই এরূপ লেনদেন অধিকতর গুরুত্ব সহকারে মনিটর করতে হবে;

(৩) লেনদেন মনিটরিং এর ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ শাখায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, ধারা ২(ফ)(ঈ) এ বর্ণিত কার্যক্রম (Structuring) সংগঠিত হচ্ছে কিনা তা সনাক্তকরণে সচেষ্ট থাকবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এ সার্কুলারে বর্ণিত অনুচ্ছেদ ৭ এর নির্দেশনা অনুসারে বিএফআইইউ তে রিপোর্ট দাখিল করবে;

(৪) লেনদেন মনিটরিং এর ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন এবং ইলেকট্রনিক উপায়ে সংঘটিত সকল লেনদেনসমূহও বিবেচনা করতে হবে; এবং

(৫) লেনদেন মনিটরিং এর ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট রেজ্যুলুশন এবং যেসব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে এ সংক্রান্ত বিষয়াবলী বিবেচনায় নিতে হবে।

৬। নগদ লেনদেন রিপোর্ট (Cash Transaction Report-CTR) :

বিএফআইইউ বরাবরে নগদ লেনদেন দাখিল করার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অনুসরণ করবে :

(১) প্রতিটি ব্যাংক শাখাসমূহের পূর্ববর্তী মাসের দৈনন্দিন লেনদেন পরীক্ষা করে কোনো একটি হিসাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে এক বা একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে জমা বা উত্তোলনের (অনলাইন, এটিএমসহ যে কোনো ধরণের নগদ জমা বা উত্তোলন) পরিমাণ যদি ১০(দশ) লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব অর্থের বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রায় হয় তবে তা স্ব স্ব মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন এর মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বিএফআইইউ বরাবরে নগদ লেনদেন রিপোর্ট হিসেবে দাখিল করবে;

(২) প্রতি মাসের নগদ লেনদেন রিপোর্ট পরবর্তী মাসের ২১ তারিখের মধ্যে goAML web ব্যবহার করে goAML Manual[২৫] এর নির্দেশনা মোতাবেক দাখিল করতে হবে;

(৩) ব্যাংকের কোনো শাখায় এরূপ কোনো লেনদেন সংঘটিত না হলে শাখা হতে "নগদ লেনদেন রিপোর্ট যোগ্য কোনো লেনদেন নেই" মর্মে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশনকে অবহিত করতে হবে। "নগদ লেনদেন রিপোর্ট" দাখিলের সময় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন এসকল শাখার একটি তালিকা "goAML Message Board" এর মাধ্যমে বিএফআইইউকে অবহিত করবে;

(৪) শাখা হতে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করার পূর্বে লেনদেনসমূহ পর্যালোচনা করে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করতে হবে ও সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত হলে পৃথকভাবে "সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট" হিসেবে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ডিভিশন/বিভাগে দাখিল করতে হবে। সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত না হলে নগদ লেনদেন রিপোর্টের সাথে "সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া যায়নি" মর্মে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশনকে অবহিত করতে হবে;

---

[২৫] http://www.bb.org.bd/eservices.php ওয়েবলিংক হতে goAML সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় Document ডাউনলোড করা যাবে।

(৫) প্রত্যেক ব্যাংক শাখার নগদ লেনদেন রিপোর্ট মাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে। তবে কোনো ব্যাংক কর্তৃক এ সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করা হলে, বিশেষ প্রয়োজনে (লেনদেন মনিটরিং বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল ইত্যাদি) তাতে শাখার প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি বিএফআইইউ এ দাখিলের মাস হতে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করবে;

(৬) যেসব ব্যাংক কেন্দ্রীয়ভাবে রিপোর্টযোগ্য নগদ লেনদেন আহরণ করে, সেক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন ব্যাংকের রিপোর্টযোগ্য সকল নগদ লেনদেন পর্যালোচনা করে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করবে ও সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত হলে পৃথকভাবে "সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট" হিসেবে বিএফআইইউ বরাবর দাখিল করবে। সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত না হলে "সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া যায়নি" মর্মে প্রত্যয়ন পত্র মাসিক "নগদ লেনদেন রিপোর্ট" দাখিলের সময় goAML Message Board এর মাধ্যমে বিএফআইইউকে অবহিত করবে;

(৭) সরকারি হিসাব (বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও সরকারী বিভিন্ন বিভাগ), সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাবে নগদ জমার ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করার প্রয়োজন হবে না, তবে নগদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথানিয়মে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করতে হবে; এবং

(৮) আন্তঃব্যাংক এবং আন্তঃশাখা নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করার প্রয়োজন হবে না।

৭। সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (Suspicious Transaction Report-STR) :

বিএফআইইউ বরাবরে সন্দেহজনক লেনদেন দাখিল করার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অনুসরণ করবে :

(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(১)(ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৬(১) ধারায় বর্ণিত নির্দেশ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা গ্রাহকের দৈনন্দিন লেনদেন বা কার্যক্রমে সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে সচেতন ও সতর্ক থাকবেন;

(২) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে ব্যাংক কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(য) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২(১৬) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা বিবেচনা করবেন;

(৩) ব্যাংক শাখার কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে তা শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা রিপোর্টকৃত লেনদেন বা কার্যক্রম অবিলম্বে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষণসমূহ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবেন। বর্ণিত লেনদেন বা কার্যক্রমটি সন্দেহজনক হিসেবে বিবেচিত হলে তা অবিলম্বে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশনে প্রেরণ করতে হবে;

(৪) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন শাখা হতে প্রাপ্ত সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রমটি যথাযথভাবে ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদি সন্নিবেশিত করে রিপোর্ট করা হয়েছে কি না তা পর্যালোচনাপূর্বক অবিলম্বে goAML web ব্যবহার করে এবং goAML Manual এর নির্দেশনা অনুসারে বিএফআইইউ বরাবর সন্দেহজনক লেনদেন /কার্যক্রম রিপোর্ট দাখিল করবে;

(৫) শাখা পর্যায়ে কোনো লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত না হলেও মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন কর্তৃক কোনো লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক প্রতীয়মান হলে তা সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট হিসেবে বিএফআইইউ বরাবর দাখিল করতে হবে; এবং

(৬) ব্যাংকসমূহ সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট এর তথ্যাদি বিএফআইইউ কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করবে।

৮। সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট[২৬] ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং[২৭] :

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি কার্যকরি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য উক্ত বিভাগটিতে এমনরূপ পর্যাপ্ত লোকবল নিশ্চিত করতে হবে যাদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর নির্দেশনা এবং এ বিষয়ক ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে।

৮.১ শাখাসমূহের করণীয় :

(১) প্রতিটি শাখা কর্তৃক সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট এর জন্য নির্ধারিত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট 'খ') এর উপর ভিত্তি করে ষান্মাসিক ভিত্তিতে নিজেদের শাখার মূল্যায়ন করতে হবে;

(২) আলোচ্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার পূর্বে শাখা ব্যবস্থাপকের সভাপতিত্বে শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে। উক্ত সভায় শাখা মূল্যায়ন প্রতিবেদনের খসড়ার উপর আলোচনা করতে হবে, চিহ্নিত সমস্যা শাখা পর্যায়ে সমাধান করা সম্ভবপর না হলে শাখা কর্তৃক অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত করতে হবে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সুপারিশ লিপিবদ্ধ করতে হবে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক পরবর্তী ত্রৈমাসিক সভাগুলোতে এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে; এবং

(৩) প্রতিটি ষান্মাসিককাল সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন, এ বিষয়ে শাখা কর্তৃক গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিবরণ ও সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ও মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশনে প্রেরণ করতে হবে ।

৮.২ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের করণীয় :

(১) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই করে কোনো শাখায় কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখাটি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিষয়টি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশনকে অবহিত করতে হবে;

(২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ তাদের নিজস্ব এবং নিয়মিত বার্ষিক পরিদর্শন/নিরীক্ষা কর্মসূচী অনুসারে বিভিন্ন শাখার পরিদর্শন/নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনকালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং প্রসিডিউর এর নির্ধারিত চেকলিষ্টের (পরিশিষ্ট "গ")-ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও শাখার রেটিং নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখার প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। এছাড়া, নিয়মিত বার্ষিক পরিদর্শন/নিরীক্ষা কর্মসূচীর অতিরিক্ত কমপক্ষে ১০% শাখায় পৃথক পরিদর্শন কর্মসূচীর আওতায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং প্রসিডিউর এর নির্ধারিত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট "গ")–এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিপালনীয় বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও শাখার রেটিং নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

(৩) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখাসমূহের রেটিং সম্বলিত প্রতিবেদনের কপি ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন বরাবরে প্রেরণ করবে; এবং

---

[২৬] সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট বলতে এ সার্কুলারের সাথে সংযুক্ত পরিশিষ্ট-খ মোতাবেক শাখা কর্তৃক নিজস্ব মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন অবস্থা যাচাই করাকে বোঝাবে।

[২৭] ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং বলতে এ সার্কুলারের সাথে সংযুক্ত পরিশিষ্ট-গ মোতাবেক ব্যাংকের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক শাখার মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন অবস্থা যাচাই করাকে বোঝাবে।

(৪) এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ তাদের এজেন্টদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির পরিপালন অবস্থা যাচাইয়ের নিমিত্তে বার্ষিক ভিত্তিতে ন্যূনতম ১০% এজেন্টের উপর পরিদর্শন/নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং এসংক্রান্ত প্রতিবেদনের কপি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশনে প্রেরণ করবে।

৮.৩। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ডিভিশন/বিভাগের করণীয় :

(১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন/নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিবেচ্য ষান্মাসিকে পরিদর্শিত শাখাসমূহের চেকলিস্ট ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন[২৮] প্রস্তুত করবে। উক্ত প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

(ক) মোট শাখার সংখ্যা এবং শাখা হতে প্রাপ্ত মোট সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সংখ্যা;

(খ) রিপোর্টকালে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখার সংখ্যা এবং শাখাসমূহের অবস্থা (শাখাওয়ারী প্রাপ্ত নম্বর);

(গ) প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদনে অধিক সংখ্যক শাখায় একই ধরনের যে সকল অনিয়মের বিষয় উল্লেখ রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক ঐ সকল অনিয়ম রোধে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ অনিয়মসমূহ এবং ঐ সকল অনিয়ম রোধে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত রিপোর্টে "অসন্তোষজনক" ও "প্রান্তিক" হিসেবে মূল্যায়িত শাখাসমূহের পরিপালন নিশ্চিতকরণ ও রেটিং উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা।

(২) শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই করে কোনো শাখায় কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখাটি পরিদর্শন বা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে।

৯। অয়্যার ট্রান্সফার (Wire transfer) :

"অয়্যার ট্রান্সফার (Wire transfer)" বলতে এমন আর্থিক লেনদেনকে বুঝাবে যাতে কোনো আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে অপর কোনো ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের শাখার সহায়তায় বেনিফিশিয়ারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ প্রদান করে।

৯.১ সকল ধরনের অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে :

(১) আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার[২৯] :

(ক) সাধারণ বা বিশেষ অনুমতির আওতায় অন্যূন ১,০০০(এক হাজার) বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর[৩০] সঠিক[৩১] তথ্য

---

[২৮] এ সার্কুলারের অনুচ্ছেদ ১.৩(৩) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনের অনুরূপ।

[২৯]"আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার (Cross-border wire transfer)" বলতে এরূপ আর্থিক লেনদেনকে বুঝাবে যে ক্ষেত্রে আবেদনকারী এবং বেনিফিশিয়ারী ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থান করে। তাছাড়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে একটি লেনদেন দেশের বাইরে সম্পাদিত হলে তাও আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার মর্মে গণ্য হবে।